জাগৃতি

(Awakening)

Third issue

on

Human Rights

12th April, 2022

presented by

Human Rights Cell

Bethune College

SPECIAL ISSUE ON WOMEN'S RIGHTS

Designed by :

Creative group : Semester 4

Department of History

- Abantika Saha
- Ankita Roy Chowdhury
- Asmita Kundu
- Keya Das
- Kusumika Ghosh
- Suprima Shahnaaz

কাঁথামুড়ি

সৃজনি দাস

ষষ্ঠ সেমিস্টার

দর্শন বিভাগ

৬ ঘর পেরিয়ে কাঁটা যখন ৭ এর ঘরে, কুকুটিত মায়ের মন তখন অজানা ভয়ের তেষ্টায় অস্থির। যন্ত্রণায় তিক্ততায় সারা শরীরে তখন অজস্র কামড় বসাচ্ছে 10 মাস 10 দিনের শিশু; সদ্যোজাত হতে চাইছে। ঘরের মধ্যে ভিড় করেছে পাঁচজন, আর মনের মধ্যে ভিড় করেছে কদর্য গ্লানি ঈর্ষা সংকীর্ণতা নীচতা স্বার্থপরতা বিকৃতবুদ্ধিহীনতায় পীড়িত বিচলিত তৃষ্ণার্ত সমাজের ঘৃণা, লাঞ্ছনা।

প্রত্যেকবার মা আসেন– 'আসছে বছর আবার হবে'। সংবদ্ধ এঁটেল মাটি জুড়ে জুড়ে মায়ের মূর্তি গড়েছে কত কষ্ট করে। গর্ভের ভ্রুণটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে ১০ মাসের পরিশ্রমে মায়ের মুখখানা যেন চাঁদপানা। মা হাসছেন, আরও হাসছেন। চোখ দুটো টানা টানা। দেহ যেন স্বর্ণলতা।

"আবার মেয়ে, মাগীর মরণ হয় না কেন?"

উঠান থেকেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে যে যার বাড়ীর পথে, ঘুরে তাকালো না কেউই। কারো মনে একরাশ অবজ্ঞা, তো কারো মনে ও এক পাপিষ্ট মহিলা'। বলি নারীর টানেও পাপ থাকে ? স্বামী আসে না কাছে; 33 কোটি দেবদেবীর বাস যে সংসারে তারও চোখের জল পড়ে। ভাতের থালায় লাথি মেরে শাশুড়ি একবসায় দুবেলার ভাত গেলে।

'পাঁচ পাঁচটা সন্তান পেটে ধরেছি, এমন পেট জন্মে দেখিনি। বলি অজাত, কুজাত, আগে জানলে ওমুখো হতাম না। ছেলে আমার নারায়ণ, ঘরে আমি লক্ষ্মী আনব; বছর বছর সোনামুখ দেখব'।

রূপকথার গল্পে দেখি রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। তবু তাঁর মনে সুখ নেই। কারণ তাঁর একটিও সন্তান নেই। রানীদের মন্ত্রপুত ফল দিলে রাণীরা তা গ্রহণ করে। সাতরাণীর সাত সন্তান। রাজ্যে রাজ্যে খুশীর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। রাজার মনে তবুও শান্তি নেই; কারণ রাজার কোনো পুত্রসন্তান নেই।

ছেলে বহুবিবাহ কর, বিধবা বিবাহ করে, কারণ ছেলে শুধু ছেলে চায়। বিদ্যাসাগর তো বলেছেন, তাতে তো কোনো অন্যায় নেই। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

' খোকন সোনা চাঁদের কণা

খোকার মাসি এল দেশে

আকাশের ছান্দ, পাতালের চাঁদ

ধরে এনেছে .... ছো! '

চিরকালের রূপকথায় খুকি চিরকালই অধরা। ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি হাতবুলায়ে খোকার গায়ে আর খুকি হেঁসেল সামলায়। তাদের ঘুম নেই, রাত নেই, তারা তো ভোগ্যবস্তু। তবুও বেশ্যালয়ের মাটি মূর্তি গড়ে। কী জানি কার মূর্তি, অসম্ভব তেজ তাঁর। দেশে বিদেশে কোথায় বলত এমন একটিও হাত দেখেছ সাথে সাথে 10 টা হাত যুক্ত হবে ? অবশ্য রাজামশাইয়ের এই বুঝতে না পারার দায় কিন্তু তাঁর নয়; কুচগ্রী রাণীবাহিনীর। কখনও সুয়োরানী, কখনও রাক্ষসী রাণী, কখনও ডাইনী বুড়ি, সত্যিই কি মেয়েরা মেয়েদের শত্রুর মেঘা সিরিয়ালের বড় বউ ছোটো বউকে বিষ খাইয়ে দেয় কিংবা রান্নায় বেশি করে নুন দিয়ে সবার সামনে বউকে হেনস্থা করা হয়। কেন ? সবাই ওর দেখাদেখি বলল কেন ? হ্যাঁ, এইরকমই অনুকরণ হয় আমাদের বাস্তবিক সংসারেও।

‘মাছের কাঁটা, খোঁপার কাঁটা, কাঁটা অনেক রকম..........’

কিন্তু যে কাঁটা সমাজের বুকে বিঁধে আছে, তাঁর থেকে নিস্তার নেই। রাতের অন্ধকারে কলকাতা শহরের বুকে প্রকান্ড বড় বড় অট্টালিকার ভিড়ে কেবল অচেতন মানবজীবন। রোজ দশটা করে কেস আসে থানার বড়োবাবুর টেবিলে। Love Marriage এ Love নেই, লাভ নেই। ভালোবাসা থাকলেও সেখানে ভালোবাসা নেই, সংখ্যাটা 500 মিলিয়ন 2018 সালে যেটা 2000 ছিল। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য অতিমারীর সহযোগিতা অতুলনীয়।

"Intimate partner violence affects the lives of millions of women, children, families and societies worldwide." Said the study's senior author, Claudia Garcia- Moreno of the World Health Organisation (WHO). "Although this study took place before the Covid-19 pandemic, the numbers are alarming and research has shown the pandemic exacerbated issues leading to intimate partner violence such as isolation, depression and anxiety and alcohol use, as well as reducing access to support services"

এক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা 15-19, বিশ্বের মধ্যে 24% (সম্ভবত) ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবনসঙ্গী দ্বারা শারীরিক - মানসিক নির্যাতনে।

The prevalence of recent intimate partner violence was highest among partnered adloscent girls young women aged is to 19 and 20 to 24 with 16% or one in six having experienced domestic violence within the last 12 months of the research.

যুদ্ধের ময়দানে দামামা বাজছে বিশ্বজুড়ে। Oceania য় 49% এবং Central Sub Scharan Africa 44% হিংস্রতার পরিচয় দৃষ্টান্ত হয় যাদের বয়স 15 থেকে 49 মধ্যবর্তী, পশ্চিম ইউরোপে শতকরা 20 ভাগ যেখানে রয়েছে 50 ঊর্ধ্ব মহিলা। গার্হস্থ্য সহিংসতা (Domestic Violence) এখন আর প্রচ্ছন্ন নয়, মেঘ জমে জমে ব্যোম ক্রমশ অস্পষ্ট, গম্ভীর। স্বচ্ছ দৃষ্টির অবকাশে ব্যক্তি কেবলই চারিদিক অপরিষ্কার দেখে।

নিত্য নৈমিত্তিক ভাবনায়, প্রচলিত সমাজের নিয়মে ঠাসা জীবনের ওলি গলি কালবৈশাখীর ঝড়ের ন্যায় উন্মাগ্রস্ত। কারো চোখ কপালে, কারো চোখ নীচে। জীবন সায়াহ্ন এখন মাত্র 25 এর ঘরে।

'এভাবেও বাঁচা যায় ?' - মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলবেন বাঁচা যায়। কত Prescription. কত Medicine, তাও ফাঁসির দড়ি গলায় ঝোলে। সমাজের শুধুই কি পুরুষতন্ত্র নাকি নারীতন্ত্রও গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘড়ির কাঁটা ঘোরায়। শুধুই কি পুরুষ? শত্রুরের নাম তো শ্বেতা সিং (Sweta Singh)। সদ্য যুবতী কন্যা এখন "Mastermind' স্বয়ং 'Booli Bai' প্রমাণিত।

"চুল তাঁর কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তাঁর শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের পর"

সযত্নে সজ্জিত জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন এখন কারারুদ্ধ, মাত্র ৪ বছর। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এই তো সময়। একধাপ এগিয়ে বরখা সঙ্ঘের মুসিল সমাজে এখন দুরন্ত গতিতে ছুটছে। সদ্য জেগে ওঠা প্রাণগুলোকে লোভান্বিত পণ্যের আস্তাকুঁড়ে গেঁথে দিতে।

কলঙ্কের পঙ্কিলতায় কঙ্কালের জন্ম শুধু বস্তাপচা ভূতের গল্পে নেই, প্রত্যেক ঘরে ঘরে। নারীমনের ধর্মজ্ঞান, কর্তব্য বুদ্ধি যে কত বিকৃত ও জড়াগ্রস্ত সেই ব্যাধিগুলি যে সমাজ জীবনকে কীভাবে জড়াগ্রস্ত ও জর্জর করে তোলে তারই অপরূপ রূপছবি "Booli Bai" পেটে বিদ্যা মরে গেছে, তাই কুকুর বিড়ালও পেটে ধরে। কুচগ্রী জিলিপির প্যাঁচ থেকে নিস্তার নেই। নারীদেহ নয়, নারী মনই অশূচী। খেয়ালই করা হয়নি যে নিরীহ শিশুপাঠ্য তাতেও হিংসার ছড়াছড়ি। ছেলেভুলানো মায়েরা মেয়ে ভুলায় সংসারের যাঁতাকলে। দোষ নিক্ষেপ করে পুরুষের ঘাড়ে।

Feminist দল Criticize করবেন, চিপকো আন্দোলনের রমনীদের কথা বলবেন, সীতার কথা বলবেন, আধিপত্যকামী রাবনের কথা বলবেন। রামের ভালোবাসায় তময় সীতার দেহ; বুঝালো না কেবল কৌশল্যা। কুঁজি মন্থরার বিষ পান করেছে যে। নারীবাদী মন তখন অন্যত্র বলবে, রাম সীতাকে ভুল বোঝে কোন হেতুতে? – সীতা অগ্নিপরীক্ষা দেয় যে হেতুতে। পুরুষের স্পর্শে নারীদেহ অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে এ তো যুগযুগান্তরের সমাজের কথা। সমাজ প্রথাগতভাবেই মাতৃতান্ত্রিক, সেখানে পুরুষের ছায়া কোথায় যত সংস্কার সে তো বিধাতার সৃষ্টি। বিধাতা সেও তো নারী। মাসের ওই পাঁচটা দিনও তো বিধাতারই সৃষ্টি তাই না ? সৃষ্টিকর্তার প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্রী অধিকৃত সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়নি। ব্রাহ্মণপ্রধান বেনীঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, পরাণ হালদার প্রমুখ আপ্তবক্তার বক্তব্য যেন সুগন্ধি ধূপের গন্ধের মত, চন্দনের স্নিগ্ধ ঘ্রাণের লাবন্যের মত প্রকাশোন্মুখ। এই ধূপের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'

এ তো নারীজাতির Tagline. হতভাগ্য পুরুষ কেবলই শিখেছে মায়ের জন্য দাসী আনতে হবে। আসলে তা তো শেখানো হয়েছে। পল্লীসমাজ' এ যে রমেশ সর্বস্ব পণ করে সমাজের মুক্তি প্রদানে তৎপর সেই রমেশকেই সমাজের সম্মিলিত মূঢ়শক্তি সর্বপ্রকারে বাধা দিয়েছে। সঙ্কীর্ণ ঈর্ষা কলহে জর্জরিত "পল্লীসমাজ" রমেশ কে জেলে পাঠিয়ে নীচ, স্বার্থপর ও ঘোর অনিষ্টকামী বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ

গাঙ্গুলির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। পুতিগন্ধময় নরকুন্ড থেকে একেবারে স্বতন্ত্র জগতের অনেক উর্দ্ধলোকের বাসিন্দা বিশ্বেশ্বরী আপন পুত্রের পাপকর্মের কথা জেনেও তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এক্ষেত্রেও তাঁর সন্তান বাৎসলাই তাকে রুঢ় হতে বাঁধা দিয়েছে। যেন মহাভারতের নিঃসহায় গান্ধারির আর্তি সদৃশ। তবুও তো সমাজপতির কোথা মেনেছে।

পুরুষতন্ত্রের মন্ত্রপুত জল কি তবে নারী হাতেই ন্যাস্ত ছিল ? তবুও বিদ্যাসাগর এগিয়েছেন নারীশিক্ষায়। মেয়েরা যে শারীরবৃত্তীয়ভাবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি জাতীয় উচ্চশিক্ষায় উপযুক্ত তা স্পষ্টতই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের প্রগতিশীল ভাবনার লক্ষ্য।

সত্যবতী যেই হেসেছিল দীনতারিনী তাঁর গলা টিপে ধরেছিল।

"জটা দাদা পা গোদা
যেন ভোঁদা হাতি,
বৌ ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারে লাথি”

ছড়া শুনে মোক্ষদা ভিরমি খায়। শ্বশুরবাড়ি মারতে মারতে খেদাবে তাকে, এ যেন কোন উচিত কথা। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ - প্রতিশ্রুতিবিদ্ধ নারী কথা।

এপার ওপার দুবাংলাই নারী কথার সৌজন্যে লিপ্ত এখন, নারীদের – দুঃসাহস এখন আকাশপথে। কোথায় কোথায় নারীপদ চিত্ত নেই ? জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সবেতেই নারীর উপস্থিতি। এখন আর শরীর খারাপ হয়না। শরীরের খারাপ দিকগুলি এখন বর্জিত। সমকামী প্রেম, প্রেমে সমকামীতা সর্বত্রই নগরকীর্তনের ছড়াছড়ি। নারীদেহে পুরুষাঙ্গ এখন বিরল। যে যার মত Establish, Hi class mentality, মোটা অঙ্কের চাকরি তাই স্বভাবতই মুখে সিগারেট আর হাতে Titan ঘড়ি। বেশ মানিয়েছে বল ? খড়খড়ি উঠে গেছে, কাঁচের জানালা এসেছে, লালটিপ, সিঁদুর না পরলেও চলে, এগ্রাম ও গ্রাম ঘুরে সবাই এখন Instagram এ ছবি Upload করে।

Disciplined Life এর চেনা চিত্রে এখন অভ্যস্থ জনজীবন। তবুও এজীবনেও গার্হস্থ্য সহিংসতার দেখা মেলে। নিরক্ষর বলে মানুষ আজ বেশিই শিক্ষিত। তাই বারৎ বায় ভুল করে অশিক্ষিত বলে। নেত্রকণা জেলার দূর্গাপুর, গলমাগান্তা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, শেরপুর জেলার চিনাইগাঁদিদের বাড়িতে গেলে চোখে পড়ে অশিক্ষিত গারোদের, যাদের Google 'Native' বিশেষণে শণাক্ত করেছেন। প্রায় ২ হাজার বছর আগে গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি উল্লেখিত গারো গোষ্ঠী বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত বরাবর বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছোটো ছোটো পাহাড় ও অনুচ্চ টিলার গায়ে গায়ে বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। এখানে গারোদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। আর ভারতের মেঘালয়ে গারোদের সংখ্যা 6-7 লক্ষ। এরা বিশ্বাস করে থাথারা রারুকা বিশ্ব সৃষ্টি করেছে আর মৃত্যুর পর আত্মা আশ্রয় নেয় কৈলাশ পর্বতে। খ্রিষ্টান হলেও ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সংস্কৃতি ও রীতিনীতির প্রতি এরা শ্রদ্ধাশীল। মাথায় রঙিন পালক গুঁজে, লাল কালো বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে নানারকম বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের তালে তালে অগ্রসর নারী পুরুষের সমবেত

অনুষ্ঠান। কেবল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, গারো নারীরা প্রায় সবক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ। যেকোনো বিচার শালিশি, শ্রাদ্ধ, সামাজিকো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েরাই বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

Wifman (Old English) থেকে এসেছে **Woman.** যার অর্থ মহিলাভৃত্য। 'ভৃত্য' আমরা সকলেই। শাসনকর্তার সেবা করাই আমাদের কর্তব্য। এ ভৃত্য কেবল ছোটোলোক অর্থে বোধগম্য নয়। এর অর্থ সেবিকা। মা যেমন তাঁর স্বামীর সেবিকা অন্যত্র সন্তানেরও সেবিকা। আবার পরিষেবিকা' অর্থে Nurse ও বোধগম্য। নামে কি এসে যায়, কর্মেই তাঁর পরিচয়। যেমন 'পুরুষার্থ' কেবলই নাম। 'স্থানু' অর্থ পুরুষ, নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তু (Human being) এমন কি ছেলেবেলা' ও 'নাম' তা কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আরোপিত নয়। তাই এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার কেবলই নিজ দৃষ্টিভঙ্গী সাপেক্ষ। এতে পুরুষ নারীর ভেদাভেদ নেই। এ যেন প্রতিচ্ছবি গারো জীবনের। বিয়ের পরে স্বামী হয় ঘরজামাই। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অগ্রাধিকার বাড়ীর মহিলা সদস্যের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির ছোট মেয়ের। সন্তান সন্ততি মায়ের পদবী গ্রহন করে। 'আঠিক মান্দি' 'আঠিক' অর্থে পাহাড়, 'মান্দি' অর্থে মানুষ। গারোজীবনে সামাজিক, প্রাকৃতিক বাধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি নেই মুরংদের মিলন মেলায় সাজসজ্জার। কোমর, হাত, গলা, কান, মাথা গয়নাগাটি সাজসজ্জায় মুরংমেয়েরাই এগিয়ে এখন। মুরং মেয়েরা মাথায় গুঁজে রাখে 'চুরুৎ' নামের চিরুনি। হাত ভরে রাখে কুচি খারো নামের চুড়িতে। কোমরে পড়ে রয়েকম নামের আকর্ষনীয় বিছা। কানে তাদের ফুল পাতার একেবানা, গলা ভর্তি পুঁতির মালা, মেয়েদের সাথে পাল্লা দিয়ে মুরং ছেলেদের সাজসজ্জাও কম নয়। সদরহাট, পোয়ামোহরী বাজার, পানবাজার, দোচ্ছুড়ি বাজার– Native রা এখন মিলে মিশে একাকার।

সুবেশ্বরীর নদীপথ পেরিয়ে বান্দরবানের দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে যে পাহাড়গুলির চূড়া দৃশ্যমান সেখানেই প্রতিনিয়ত নক্ষত্র খসে। না আছে ছেলেভুলানো গান, না আছে সুয়োরানী দুয়োরানী। পীরিতি কাঁঠালের আঠার মত মিষ্টি মধুর সহাবস্থান যত্রতত্র। এই কাঁঠালের আঠার অভাব কেবল নগরায়নে। মাতৃতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিকের এই ভেদাভেদ ভঙ্গ করে সকলে এখন প্রস্তুত কাঁথামুড়ি রান্নার ব্যস্ততায়।

সুখীজীবনে অভাব এদের বড়ই সুখ আনে। এ অভাব কেবল মনোরোগী বিশেষজ্ঞের। সৌন্দর্যতা তো এদের মনে, নগরায়নের ধূলিকণার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ।

NISHANTH PARVIN

SEMESTER II

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

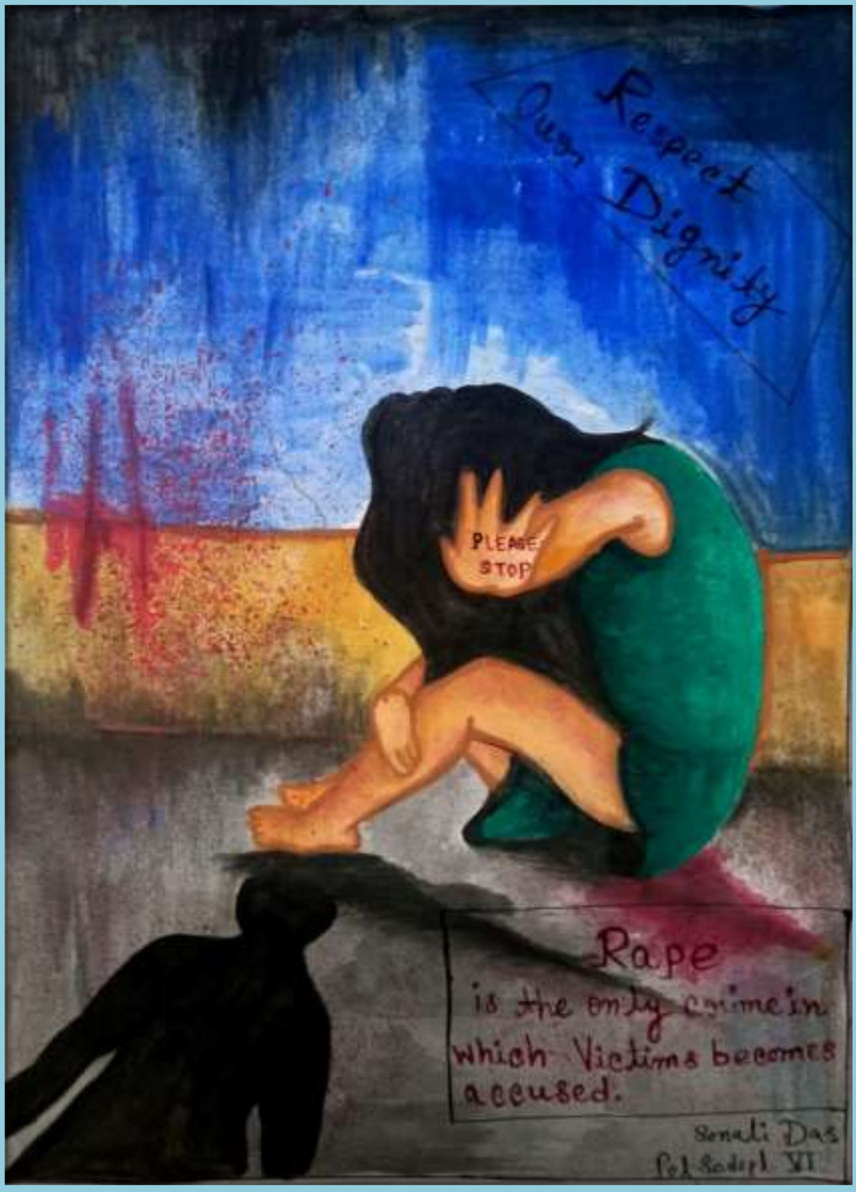

SONALI DAS

SEMESTER VI

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

WOMEN AS MORTAL ‘DASHABHUJAS’: A STRATEGICALLY SYSTEMATIC WAY OF DENYING WOMEN THEIR HUMANNESS

PRAKRITI GHOSH HAJRA

SEMESTER VI

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

Often more than not, we come across several occasions where women are compared to goddesses and the divinity; “a multi-tasker like Durga’, ‘the looks of Laxmi’, ‘the brains of Saraswati’ and the list never seems to end. While many perceive it as a way of empowering women and allowing feminism to foster, is it really so?

While the society has established a norm of drawing the bizarre comparisons between mortal women and the divine deities and successfully reinforced the same into the mindsets of women, it has systematically and if I may add, quite strategically denied women of their status as ‘human being’ and their entitlement to ‘humanness’.

While many argue that comparing women to deities actually is a form of feminism, it isn’t actually so. Feminism doesn’t call for women to be placed in the pedestal of divinity and worship, but actually strives to establish an equal footing for the women as that the man enjoys in our society; it demands an equal treatment and entitlement to respect for a woman as for a man.

The society promoting such comparisons has robed women of their right to make mistakes, to rebel, to question, to feel the emotions of anger, frustration and like; more over successfully carved an unrealistic image of a woman in the collective mind of the society, an image where a woman can work throughout the day at the office, handle the kids and the husband who has been a ‘man-child’ all along, do the dishes, make the yummy food and yet wear a smile and a pleasant demeanor while the husband may get away with the bare minimum responsibilities, since he isn’t obliged under the mortal imagery of a deity. Domestic violence escapes the legal reprimandment since forgiveness is demanded out of the battered woman. Women who don’t fit the carved-out image are treated disrespectfully and subjected to cruel moral policing. We might as well realise that expecting women to be kind, demure, forgiving, and docile is no less denigrating than considering women as mere sex-objects since none allow them to exercise their will, their opinion or authority.

Here is an excerpt of Tagore in ‘Chitrangada’, a dance drama, which perfectly illustrates what women want –

“পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে

সে নহি নহি

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে

সে নহি নহি

যদি পার্শ্বে রাখ মোরে

সংকটে সম্পদে,

সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে

সহায় হতে,

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে”

Women don’t seek a pedestal but the same ground as the men in our society, they don’t need worship but respect of their bodies, minds and decisions. All we ever claim is to be accepted as we are, with our flaws, with our mistakes, with our emotions, with our opinions and with all that is good and bad in us, and not to be forced into a sculpture of purity, divinity or virtue.

SRIJANI DAS

SEMESTER VI

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

PRAGATI RAY

SEMESTER IV

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

GENDER EQUALITY

SULAGNA BAL

SEMESTER VI

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

The United Nations adopted the Universal Declaration of Human rights on 10 December 1948 which proclaims that all human beings are born free and have equal right to dignity. Similarly Indian Constitution guarantees several rights such as the right to equality in Article 14, right to life and personal liberty under Article 21 of Constitution to all its citizens irrespective of gender.

Gender equality is a human right but there seems to be a certain gap in access to various opportunities as well as the decision making power for women and men.

Indian women have been treated differently since time immemorial. Even after independence, women were discouraged from doing many things and were deemed as caretakers of the home.

The Constitution of India made things a little easier for women in terms of gender equality. Article 14, Article 15, Article 15 (3), Article 16, Article 39 (a), Article 39 (b), Article 39 (c) and Article 42 of the Constitution are of specific importance in terms of gender equality and equality in the general sense.

- **ARTICAL 14**

Article 14 of the Indian Constitution talks about every person has equal status before the law and the State cannot deny it.

- **ARTICAL 15:-**

Article 15 prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. This Article cannot prevent the State from making any special provisions for women and children.

- **ARTICAL 16:-**

Article 16 states that there shall be equal opportunity for all citizens of India in matters of employment or appointment to any office.

- **Legal Provisions:**

The legal provisions are broadly classified into two categories which are:

1. Crimes identified under Special Laws-

The Equal Remuneration Act, 1976

No employer can, while recruiting, training or transfer, for the same work, or for the work done can discriminate between men and women.

The Criminal Law Amendment Act, 2013

This Act added some new offences such as acid attack, sexual harassment, voyeurism, stalking all of which have been incorporated in the Indian Penal Code.

Sexual Harassment of Women at Workplace Act,2013

Harassing women at their place of work violates the women's fundamental rights guaranteed under Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India.

The Women's Reservation Bill

The Women's Reservation Bill or the Constitution's 108th Amendment Bill is a pending Bill in which India plans to reserve 33 percent of all seats in the Lower house of Parliament of India, the Lok Sabha, and in all state legislative assemblies for women. The Rajya Sabha or the Upper House of Parliament has not yet voted on this Bill.

The Hindu Succession Act, 1956

Under the Act, females are granted ownership of all property acquired either before or after the signing of the Act, abolishing their "limited owner" status.

The Maternity Benefit Act, 1961

An amendment was made in 2017 to the Maternity Benefit Act, 1 961. Under the Act, paid maternity leave for women employees with less than two surviving children, from the original twelve (12) weeks to twenty-six (26) weeks was extended. The amendment further provided working mothers who have adopted a child below the age of three months, to take 12 weeks of maternity leave from the date of receiving the child and also allowed mothers to work from home after completing 26 weeks subject to their mode of work and employer's consent.

The Special Marriage Act, 1954

The Special Marriage Act, 1954 provides for a special form of marriage irrespective of religion, or faith that the other party believes in. This Act replaced the Old Act of 1872. The Dowry Prohibition Act, 1961

This Act prohibits the payment or acceptance of dowry as a consideration for marriage. Asking for or giving of dowry can be punished by imprisonment of up to six months, a fine of up to Rs. 15000 or the amount of dowry, or imprisonment up to 5 years.

2. Crimes Identified under the Indian Penal Code-

Rape (Section 375);Kidnapping and abduction (Section 363-373);Molestation (Section 354);Sexual Harassment (Section 509);Importation of a girl (up to 21 years of age);Torture (Section 498A);Dowry Deaths (Section 304B).

The Indian Constitution has made equality a basic right of all the citizens of this country. Some people still consider having a girl child as a burden to the family. The Government, the Supreme Court, and other authorities have time and Supreme court and Indian constitution made so many act for women's and also for girl child but some same shallow mind people are practicing female feticide.

ANANYA CHOWDHURY

SEMESTER IV

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

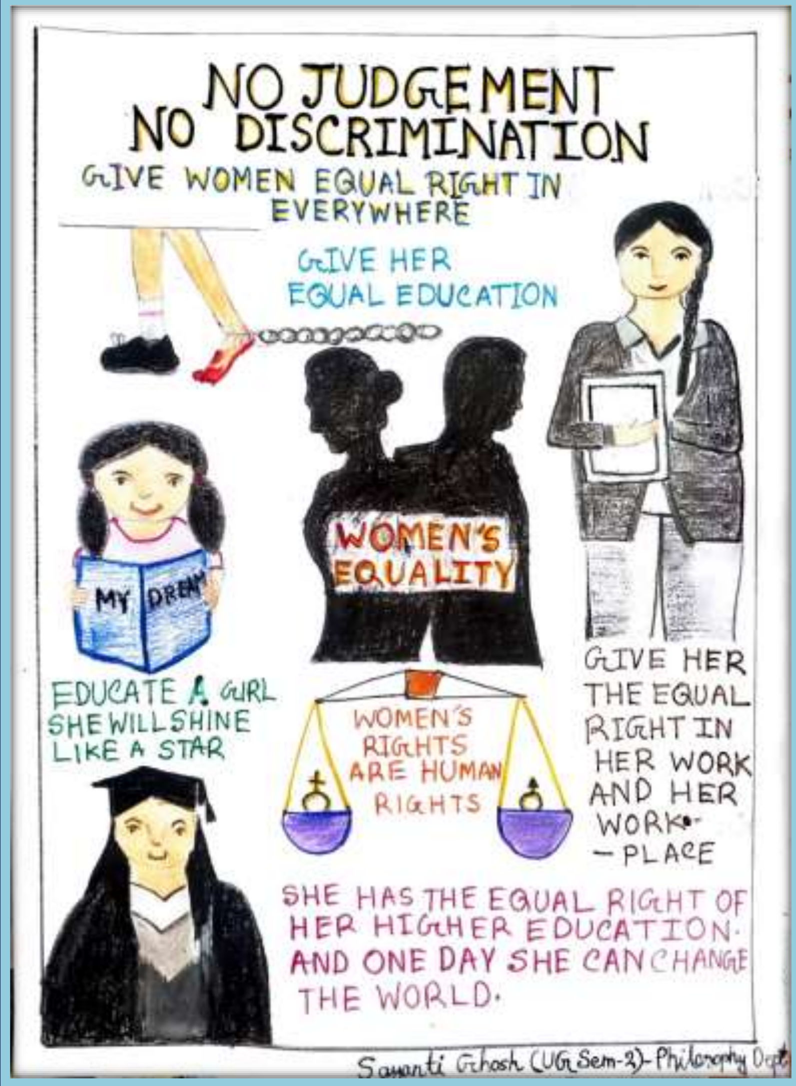

SEMANTI GHOSH

SEMESTER II

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

THIRD GENDER EXSISTS

SAYINEE SARKAR

SEMESTER IV

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

"I was sexually abused by somebody of my family. It was difficult for me to even go to school and college. People used to call me 'chakka', 'gur' and what not. It was upsetting whenever a man came into my life and abused me."- Laxmi Narayan Tripathi (Indian Transgender / Hijra Activist, Founder of Astitva Trust in 2007.

While talking about women we often forget to mention about the trans-women Who are also women by nature and live the life of women but our modern mind are not ready to accept their true identity. Worst part of our society is modern India thinks homosexuality is a sin, while our ancient Indian ancestors acknowledged the nature of homosexuality or queer. There are lots of mentions of queer in many ways like 'Klibba' in Sanskrit. 'Napungsaka' in Hinduism, Pandaka in Buddhism and also in Jainism. Our mythology suggests that turning into different gender was normal. In Hijra - Ramayana while returning from Ayodhya, Ram noticed Hijras were waiting outside the city after clarifying he got to know that before leaving he only addressed men and women but not Hijras then he assured equal respect for 3 genders in Ram Rajya. Even Chandra and Tara's illegitimate son Budh-Graha was cursed by Tara's husband and born as a Napungsaka the women who he/she married (Sudyunma/Ila who turned into a women) was also a queer. In Mahabharata, Shikhandi the princess had to prove her masculinity to her wife by the help of a Yaksha she acquired male genitalia.

It took so long to assure the rights of the transgender finally on 15th April 2014 Supreme Court passed a historic judgement on transgender rights. "Recognition of Trans-genders as a third gender is not a social or medical issue"- Justice K.S Radhakrishnan. they are provided with the recognition as the 'Third Gender' for so long they struggled to flourish their true identity "My father was never happy with my femininity and always taunted me but I never gave up. It has been a long struggle for me and I overcome it now." – Manabi Bandyopadhyay. Further Supreme Court requested central government to allow reservation of seats in educational institutions and employment on the basis of transgender category. Also, they are provided equal rights and protection under Indian constitution by Articles 14, 15, 16 and 21. By now we even have our first trans-woman judges: Joyita Mondal, first transwomen lawyer Sathyasri Sharmila. Indian Queer enjoys every fundamental rights and right to dress, behave in any way, marriage and undergo any medical necessity to develop their identity.

“For trans-women, it’s like we are toys in the hands of patriarchy.You are molested, you are insulted…….. Still people call you ‘chakka’ ‘gur’………….there are so much violence. In my community, there are so many Nirbhayas…..thousands of Nirbhayas …..they are raped and killed. They are not even considered as humans.”- Laxmi Narayan Tripathi.

We are the one to create society its in our hands to make sure everyone’s security mentally and physically. We need to question ourselves who we are to decide whom anyone should love, behave or dress or how can we call homosexuality a religious sin while we don’t even know how mature our religion can be.

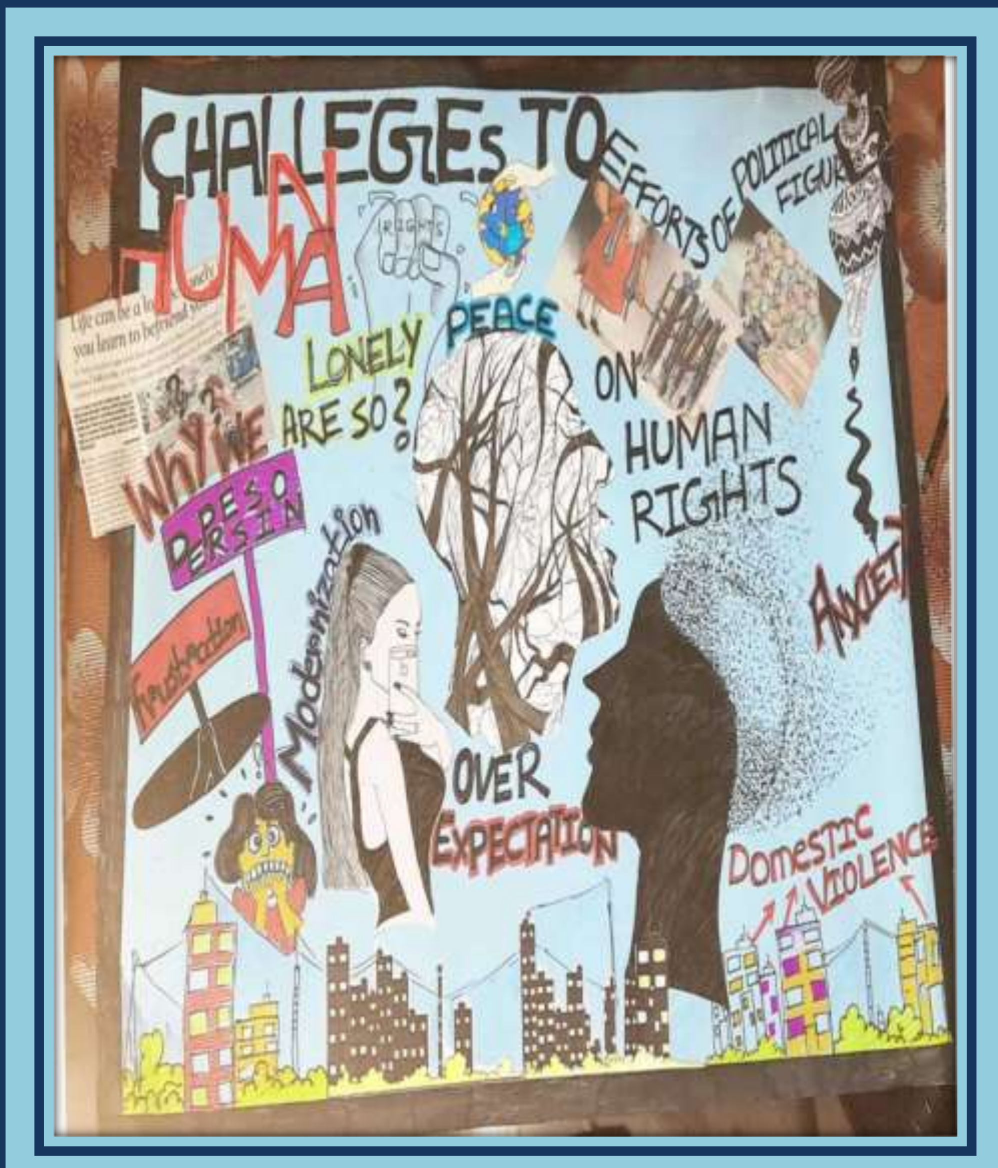

SRIJANI DAS

SEMESTER VI

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

সমাপ্ত